তয় মত

রাষ্ট্র কাঠামোতে জবাবদিহিতা চাই

বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের অদক্ষতা, মূর্খতা দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির কারণে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে আর্থিক ক্ষতিসহ জানমালের ক্ষতির সম্মুখীন হই। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এজন্য কখনই কোনো সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিদেরকে অনুশোচনা বা দুঃখ প্রকাশ করতে দেখি না, বরং নির্লজ্জের মতো আত্মগুণাগুণ করতে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। আর এমন ব্যাপারে দেখা যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রায় সবক্ষেত্রেই। যেমন সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনায় প্রতিবছর প্রচুর জান মালের হানি হয়, অথচ কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। আবার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে ধীরগতি ও দুর্নীতি, সেখানে নেই কোনো দায়িত্বশীলতার পরিচয়- এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য।

আমি যেহেতু একজন প্রযুক্তিপ্রেমী। তাই এ খাতের অনিয়ম, অদক্ষতার, গাফিলতি প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলতে চাই, কেননা বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। সরকারের এ লক্ষ্য তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন সরকারের সব প্রতিষ্ঠান ডিজিটালাইজড হবে এবং দায়িত্বহীন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে জবাবদিহিতা থাকবে।

রাষ্ট্র কাঠামোতে জবাবদিহিতা নেই বলেই ১৯৯২ সালে প্রায় বিনা পয়সায় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ না পাওয়ায় যে ক্ষতি হলো সে প্রশ্ন আমরা আজও কাউকে করতে পারি না। এমনি করে ১৯৯৯ সালে দেশের প্রথম এবং একমাত্র হাইটেক পার্ক তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়ার পর ২৩১.৬ একর জমি অধিগ্রহণ করতে লেগেছে প্রায় ১০ বছর। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জমি অবৈধ দখলদারমুক্ত করে প্রশাসনিক ভবন তৈরি হওয়ার পর এতগুলো বছর পার হয়ে গেল অথচ হাইটেক পার্ক নিয়ে গলাবাজি ও ধান্ধাবাজি ছাড়া তেমন কিছুই হয়নি। অথচ এই দীর্ঘ সময় ধরে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা জায়গায় যদি বনায়ন করা হতো তাহলে কিছুটা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যেমন যেত, তেমনই পরিবেশবান্ধব এক পরিবেশও পাওয়া যেত। কিন্তু সেটিও হয়নি। এতগুলো বছর পার হয়ে গেল অথচ হাইটেক পার্কের কোনো অস্তিত্ব নেই। এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, আমরা যে তথ্যপ্রযুক্তির সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছি এর জন্য দায় কার?

অনুরূপভাবে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে চলছে বিভিন্ন টালবাহানা। বারবার দিনক্ষণ পরিবর্তন হয়েছে। অথচ থ্রিজি প্রযুক্তি চলতি শতকের শুরুতে চালু হয়। এর ফলে মোবাইল ফোনে কথা বলার পাশাপাশি তথ্য, ছবি ও সাউন্ড পারাপার দ্রুতগতির হয় এবং এর প্রভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক ডিজিটাল ধারা গড়ে ওঠে।

সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। সংস্থার চেয়ারম্যান অতিক্রান্ত লাইসেন্স দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অজুহাতে লাইসেন্স দেয়ার কার্যক্রমটিশুরু করা হয়নি। অথচ একটি নীতিমালা বা গাইডলাইন তৈরি করে লাইসেন্স দেয়াটাই বিটিআরসি'র কাজ ছিল। বিশ্বের অনেক দেশে এমন নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতে এটি এখন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও ভারত অনেক আগেই লাইসেন্স দিয়ে থ্রিজি চালু করেছে। এসব দেশ থ্রিজি যুগে পা দিয়ে দেশকে ডিজিটালে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আমরা থ্রিজি যুগে যেতে পারতাম অনেক আগে। অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন- দুর্নীতি ও অদক্ষতার জন্য আমাদের দেশে থ্রিজি চালু হয়নি। সুতরাং আমাদের দাবি, দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাভোগীদের দূর করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অচিরে থ্রিজি চালু করা হোক এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে দেশ আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে তা আমাদের সবার প্রত্যাশা। সেই সাথে এটিও প্রত্যাশা করি কেন এতোদিন থ্রিজি চালু হলো না তার, জবাব দিতে হবে।

সামসুল ইসলাম
শ্যামলী, ঢাকা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সব বাধা দূর করা হোক

স্বৈর সরকারের পতনের পর বলা যায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালা করে ভাগাভাগি করে নেয় যথাক্রমে বিএনপি-আওয়ামী লীগ। এভাবে প্রতিটি সরকারই দুই টার্ম করে দেশ পরিচালনার করার সুযোগ পায় যেখানে ছিল জনগণের প্রত্যাশা। জনগণের সে প্রত্যাশা কে কতটুকু পূরণ করেছে বা করতে পেরেছে, সে রাজনৈতিক বিতর্কে নিজেকে নাইবা জড়ালাম। তবে এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আইসিটি ক্ষেত্রে দেশে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বিএনপি আমলের চেয়ে আওয়ামী লীগের শাসনামলে। বিশেষ করে গত নির্বাচনী প্রচারণায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় যখন ঘোষিত হয় তখন থেকে।

বর্তমান সরকার দেশের আইসিটির অবস্থার উন্নয়নে অনেক পদক্ষেপ নিলেও বলা যায় সবই চলছে অনেক ধীরগতিতে। আবার কোনো কোনোটির বাস্তবায়নের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে তা আমরা কেউই জানি না। যেমন বাংলাদেশের প্রথম হাইটেক পার্কের কথাই বলা যায়। ১৯৯৯ সালে দেশের একমাত্র হাইটেক পার্কের তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়া যায়। ২৩১.৬ একর জমি অধিগ্রহণ করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ১০ বছর। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জমি অবৈধ দখলদারমুক্ত করে প্রশাসনিক ভবন তৈরির করা হয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে কাজের মধ্যে এটুকুই হয়েছে বলা যায়।

এ ছাড়া কোনাবাড়ি খাত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প তথা পিএসডিএসপি'র হাইটেক পার্কে চলাচলের সুবিধার জন্য ঢাকা-কালিয়াকৈর শাটল ট্রেনপথ নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ৫৫০ কোটি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অপরদিকে 'লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স প্রকল্পের' আওতায় বিশ্বব্যাংক ২০০৭ সালে সরকারের সাথে ৫০৯ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা চুক্তি করে। এর ধারাবাহিকতায় প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। এ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল গত ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে 'ধীরে চলো নীতি' অবলম্বন শুরু করে। শোনা যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক এসব প্রকল্পে আর বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক কার্যত এই প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকেই মনে করেন, পদ্মা সেতু সম্পর্কিত বিতর্কিত দুর্নীতির ঘটনার সাথে এই দুটি প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট করে বিশ্বব্যাংক ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করেছে। যদিও পদ্মা সেতুর সাথে এসব প্রকল্পকে জড়ানো মোটেও ঠিক হবে না এবং হওয়া উচিত নয়।

অনেকেই মনে করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হলে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা আমাদের দরকার। কেননা এ প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন যথাসময় সম্ভব হবে না। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

তাই সরকারের কাছে আমাদের দাবি, বিশ্বব্যাংকের সাথে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে উল্লিখিত প্রকল্প দুটির অর্থ ছাড়ের পক্ষে যাবতীয় বাধা দূর করার জোরদার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে গোঁয়াতুমির বা অবহেলা প্রদর্শন আমাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। বর্তমান এ অবস্থা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ধাক্কা। এ ধাক্কা সামলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

জাহাঙ্গীর হোসেন
স্টেশন রোড, রাজবাড়ী

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।